যুগান্তর

30 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত রয়েছে

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আর অনড় নির্বাচন কমিশনের কারণে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে স্থগিত আছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে এ নির্বাচন সম্পন্ন করার কথা থাকলেও তা আমলে নিচ্ছেন না নির্বাচন কমিশন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন করে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চার দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক মহল। এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে নির্বাচন স্থগিত আছে বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে প্যানেল গঠনকে কেন্দ্র করে নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ সূত্রে জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১ থেকে ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সে অনুযায়ী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের-২০১৩ নির্বাচনের তফসিল চলতি মাসের (ডিসেম্বর) ৩ তারিখ ঘোষণা করা হয়। তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়ন গ্রহণ এবং জমাদানের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ৬ ডিসেম্বর। আর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ১২ ডিসেম্বর। কিন্তু ৫ ডিসেম্বর বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের আহ্বায়ক ড. মোঃ মোশাররফ হোসেনের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তফসিল পরিবর্তন করে মনোনয়ন গ্রহণ ও জমাদানের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর বেলা দেড়টা এবং নির্বাচনের তারিখ ১৩ ডিসেম্বর নির্ধারণ করেন। কিন্তু ৯ ডিসেম্বর বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি থাকায় নীল দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন গ্রহণ ও জমাদানের তারিখ একদিন বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তারিখ পরিবর্তন না করে ওইদিন দেড়টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময় বাড়ায়। অভিযোগ আছে, সময়সীমা না বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের একটি অংশ নির্বাচন কমিশনকে চাপ সৃষ্টি করলে তিনি বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্ত নেন।

নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ : এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক তার সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছে। এছাড়া ওই শিক্ষকের কারণেই বাধ্য হয়ে তিনি নির্বাচন স্থগিত করেছেন বলেও দাবি করেন। এ ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষে সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ইতিমধ্যে অরুণ কুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

নীল দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব : এদিকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়াকে কেন্দ্র করে নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। নীল দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে প্যানেল ঘোষণা করা হলেও নিজ স্বার্থে কয়েকজন শিক্ষক এর বিরোধিতা করছে। তবে নির্বাচনের আগেই বিষয়টির সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে নীল দলের নেতৃস্থানীয়রা দাবি করেছেন। তাদের ঘোষিত প্যানেল অনুযায়ী পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আশরাফ-উল-আলম সভাপতি, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাসনা হেনা বেগম সহ-সভাপতি, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাসুদ কোষাধ্যক্ষ, একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আলী নূর সাধারণ সম্পাদক ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ নূরে আলম আবদুল্লাহ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।